তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬৮

**চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নির্দেশ গণপূর্তমন্ত্রীর**

**ঢাকা**, ১২ বৈশাখ **(২৫** এপ্রিল**) :**

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চলমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ নির্দেশ দেন মন্ত্রী। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করে তিনি বলেন, জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে সামান্য বেশি হলেও মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে এই অগ্রগতি একটি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালযয়ের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত ৩২টি এবং জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৪৮ টিসহ মোট ৮০টি প্রকল্পের বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৬০৮১ দশমিক ৮০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে বরাদ্দ ৫১৯২ দশমিক ৬১ কোটি এবং নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পে বরাদ্দ ৮৮৯ দশমিক ১৯ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে ৫৮ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়িত প্রকল্পে ৫৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে (জিওবি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এবং নিজস্ব অর্থায়নভুক্ত) প্রকল্পে আর্থিক অগ্রগতি বিবেচনায় সর্বোচ্চ অগ্রগতি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (৭৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন অগ্রগতি খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (১১ দশমিক ৫৯ শতাংশ)। মার্চ-২০২৪ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের সার্বিক অগ্রগতি ৪৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ যা গত বছর একই সময় ছিল ৪৪ দশমিক ২৭ শতাংশ। এ সময়ে আরএডিপি অনুযায়ী জাতীয় অগ্রগতি ৪২ দশমিক ৩০ শতাংশ।

আরএডিপিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের জিওবি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ১১ কোটি ৬ লাখ টাকা। তন্মধ্যে ১১ কোটি ৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকা (৯৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ)ব্যয় করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতি মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ১০০ শতাংশ যা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রগতি। অন্যদিকে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জিওবি/বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২৪৭ কোটি ৯৮ লাখ টাকা যেখানে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ১৪ কোটি টাকা (৫ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং এক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতি মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত ৩২ শতাংশ যা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের এডিপি বাস্তবায়নের মধ্যে সর্বনিম্ন।

সভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নবীরুল ইসলাম, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সরকার, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আজমত উল্লাহ খান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইউনুসসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/শফি/রানা/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬৭

**জিআই হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মানের দিকে নজর দিতে হবে**

**- শিল্পমন্ত্রী**

**ঢাকা**, ১২ বৈশাখ **(২৫** এপ্রিল**) :**

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি অমিত সম্ভাবনাময় দেশ। ষড়ঋতুর এ দেশকে প্রকৃতি যেমন দু'হাত ভরে তার বৈচিত্র্যময় সম্পদ ঢেলে দিয়েছে, তেমনি এদেশের মেহনতি মানুষ তাদের আপন শৈল্পিক কারুকার্যের মাধ্যমে অনন্যসাধারণ সামগ্রী প্রস্তুত করে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের সুনাম ও খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে। মাটি, বায়ু, পানি, পরিবেশ, কারিগরদের দক্ষতা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ছোট এ ভূখণ্ডের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব পণ্যকে জিআই হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি এর গুণগত মান ও টেকসই সংরক্ষণের দিকে নজর দিতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর বেইলি রোডে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমির মাল্টিপারপাস হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) আয়োজিত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল শাড়ি, গোপালগঞ্জের রসগোল্লা ও নরসিংদীর অমৃত সাগর কলাসহ ১৪টি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের নিবন্ধন সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

ডিপিডিটি’র মহাপরিচালক মোঃ মুনিম হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা, ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর রাষ্ট্রদূত মাশফী বিনতে শামস ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামরুন নাহার সিদ্দীকা।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাজারে জিআই পণ্যের প্রচার ও প্রসারে আমাদের এখনই কার্যকর উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিতে হবে। বিদেশের বাংলাদেশ মিশনসমূহ, দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কেন্দ্রীয়ভাবে এসব পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মেলায় জিআই পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ডিপিডিটি, বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এসব পণ্যের উন্নয়ন ও প্রসারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, বাংলাদেশ এখন কোনো খালি বাস্কেট নয়, এটি একটি পরিপূর্ণ ভরা বাস্কেট। আমাদের সম্পদের কোনো অভাব নেই, প্রয়োজন এর সদ্ব্যবহারের। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা, কারিগরি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসব সম্পদ ও পণ্যের প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে।

সিনিয়র শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, আমরা ইতোমধ্যে জিআই হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে এমন ৫০০টি পণ্যের প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছি। একটু দেরিতে হলেও আমরা এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় আমরা ২০১৩ সালে 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন করি এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করি। বিশেষ অতিথি বলেন, আমাদের জিআই পণ্যকে সুরক্ষা দিতে হবে এবং একইসঙ্গে এর পেটেন্ট দিতে হবে। জিআই পণ্যের প্রচার-প্রসারে বিভিন্ন উৎসব, পালাপার্বণ ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এসব পণ্যকে আমরা উপহার হিসেবে প্রদান করতে পারি। এছাড়া এসব পণ্য সম্পর্কে টিভিসি, ডকুমেন্টারি তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইল শাড়িসহ বাংলাদেশের মোট ১৪টি ঐতিহ্যবাহী পণ্যকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সনদ প্রদান করা হয়। সেগুলো যথাক্রমে গোপালগঞ্জের রসগোল্লা, নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার রসমালাই, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা, বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম, মৌলভীবাজারের আগর, মৌলভীবাজারের আগর আতর, মুক্তাগাছার মণ্ডা, যশোরের খেজুরের গুড়, রাজশাহীর মিষ্টি পান এবং জামালপুরের নকশিকাঁথা। এ নিয়ে ডিপিডিটি কর্তৃক জিআই সনদপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩১টিতে।

#

ফয়সল/শফি/রানা/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩৬৬

**দেশকে এগিয়ে নিতে কৃষির সকল স্তরে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য**

**– স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

**ঢাকা**, ১২ বৈশাখ **(২৫** এপ্রিল**):**

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি উল্লেখ করে বলেছেন, দেশকে এগিয়ে নিতে কৃষির আধুনিকায়ন ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা নেই। উন্নত বিশ্বে কৃষির সকল স্তরে উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগলেও আমাদের দেশের কৃষি খাতে বিশেষ করে খামার যান্ত্রিকীকরণে এখনো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

মন্ত্রী আজ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও লিমরা এক্সিবিশনস-এর যৌথ উদ্যোগে বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে তিনদিন ব্যাপী ১২তম আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তির মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কৃষি ও ভাগ্যাহত কৃষককুলের উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি। তিনি বলেন, প্রচলিত সনাতন ধারার কৃষি প্রযুক্তির পরিবর্তনে খামার যান্ত্রিকীকরণের পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন।

মন্ত্রী কৃষি ও শিল্প খাতে দেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি সেক্টর উল্লেখ করে বলেন, এই দুইটি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হলে দেশে সেবাখাতের বিকাশ হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন এবং এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি উৎপাদক, প্রযুক্তি সম্প্রসারণকারী শিল্প ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে এই প্রযুক্তি মেলা কৃষিখাতকে সমৃদ্ধ করবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার মহাপরিচালক মোঃ খুরশীদ ইকবাল রেজভী এবং লিমরার চেয়ারম্যান কাজী ছারোয়ার উদ্দিন।

#

হেমায়েত/শফি/রানা/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৬৩০ঘণ্টা

Handout Number : 4365

**Collaboration is vital for addressing climate change and achieving adaptation goals  
 - Environment Secretary**  
Dhaka, 25 April:

Environment, Forest and Climate Change Secretary Dr. Farhina Ahmed said collaboration and coordination are key to effectively addressing climate change impacts and achieving adaptation goals. Partnerships and knowledge sharing are emphasized to enhance adaptation actions, avoiding duplication and reporting burdens. Bangladesh plans to contribute to the development of indicators, establishing early warning systems, implementing adaptation plans and establishing monitoring systems. The synergies between the National Adaptation Plan (NAP) and the the Global Goal on Adaptation (GGA) are explored to enhance adaptation efforts and demonstrate progress.

Environment Secretary said these while addressing in a technical session titled Assessing Richness And Gaps Towards The Global Goals Adaptation (UNEP) in Green View room in BICC, Dhaka today in the on-going NAP Expo 2024.

Dr. Farhina Ahmed said, NAPs is crucial for aligning adaptation actions with GGA as challenges exist. COP 28 concluded the Glasgow Sharm al Sheikh Work Programme on GGA and adopted a framework for the global goal on adaptation. Two years work program on indicators for measuring progress towards GGA targets was decided upon, with Bangladesh aiming for its adoption at COP 30.

Gwyn Lewis, UN Resident Coordinator, Bangladesh; Mozaharul Alam, Regional climate change coordinator,  UNEP, Vanessa Villegas- Carriedo, UNEP;  Arfan Uzzaman, National Climate Change Expert, FAO, Bangladesh; Azan Mohamed - Maldives and Jose Vitale; Jose Luiz Onofre also spoke in the occasion.

#

Dipankar/ Kamruzzaman/Fatema/Ali/Mansura/2024/1315 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬৪

**শুধু চাকরির পেছনে ছুটবেনা, উদ্যোক্তা হবে**

**-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

**ঢাকা**, ১২ বৈশাখ **(২৫** এপ্রিল**) :**

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, তোমরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন কর্মমূখী প্রোগ্রামে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছ, সেই হিসেবে তোমাদের কর্মক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে সম্প্রসারিত। তবে, তোমরা শুধু চাকরির পেছনে ছুটবেনা, উদ্যোক্তা হবে, তরুণদের জন্য চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করবে। মন্ত্রী বিষয়ভিত্তিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সক্ষমতা ও সম্ভাবনার শতভাগ কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর জনসম্পদ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ্ সায়েন্সের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক এন্থনি কস্টেলোসহ সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা।

#

পবন/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪৩৫ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬৩

**আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী শিল্পোৎসব ঢাকা-২৪ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**,১২বৈশাখ **(**২৫ এপ্রিল**):**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ এপ্রিল ‘আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী শিল্পোৎসব ঢাকা-২৪’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২৬ ও ২৭ এপ্রিল ২০২৪ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথমবারের মত ‘আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী শিল্পোৎসব ঢাকা-২৪’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজনের জন্য আমি উদ্যোক্তা সংগঠন ঢাকা থিয়েটার ও বৃটিশ কাউন্সিল এবং সহউদ্যোক্তা আইআইডি ও প্রতিবন্ধী নাট্যদল ‘সুন্দরম’-সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি জেনে আনন্দিত যে, এ উৎসবে দেশের ৮টি বিভাগের ৯টি প্রতিবন্ধী নাটক ও ভারতের ১টি অপেরা-মোট ১০টি নাটক মঞ্চায়ন হবে। সঙ্গে থাকবে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ও প্রতিবন্ধী অভিনেতাদের অংশগ্রহণে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, অদম্য শিল্পকলা প্রদর্শনী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্মিত পণ্য প্রদর্শনী ও সেমিনার। উৎসবে যোগ দেবেন যুক্তরাজ্য, নেপাল ও ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ।

এ আয়োজনটির মূল উদ্যোক্তা যে ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল ‘ঢাকা থিয়েটার’, সে দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন আমার প্রাণপ্রিয় ভাই শেখ কামাল। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাট্যদল ‘ঢাকা থিয়েটার’। ‘ঢাকা থিয়েটার’ অবহেলিত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নে দেশের আটটি বিভাগে গড়ে তুলেছে প্রতিবন্ধী নাট্যদল ‘সুন্দরম’।

প্রতিবন্ধীরা সৃষ্টির বৈচিত্র্যেরই একটি অংশ। এতে কারও কোনো হাত নেই। তবুও, সমাজে তারা অবহেলিত। নানাপ্রকার কুসংস্কার আমাদের প্রতিবন্ধীদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া থেকে দূরে রাখে। আমাদের সরকার প্রতিবন্ধীদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে বদ্ধপরিকর।

আমার সরকার দেশের সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে প্রতিবন্ধীবান্ধব রাষ্ট্র বিনির্মাণে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের প্রায় ২ দশমিক ৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ আনুমানিক ৫০ লাখ মানুষ প্রতিবন্ধী। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করেছি। দেশের প্রায় ২৯ লাখ দরিদ্র প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।

বিগত পনেরো বছরে আমাদের সরকারের নানা দূরদর্শী কার্যক্রমের ফলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। সমাজে কেউ পিছিয়ে থাকবে না- এ নীতির আলোকে আমরা সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। একদিন প্রতিবন্ধীরাও সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী শিল্পোৎসব, ঢাকা-২৪-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সিরাজ/কলি/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬২

**কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**, ১২ বৈশাখ **(২৫** এপ্রিল**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ এপ্রিল কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতাসহ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি মাত্র সাড়ে তিন বছরেই দেশে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তদানীন্তন মহকুমা ও থানা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নকে আরো একধাপ এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসে আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের শুরুতেই আমরা প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে দেশব্যাপী মোট ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেই আলোকে ২০০০ সালের ২৬ এপ্রিল জাতির পিতার জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নে আমি দেশের সর্বপ্রথম ‘গিমাডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিক’ প্রতিষ্ঠা করে এর শুভ সূচনা করি এবং ২০০১ সালের মধ্যেই আমরা ১০ হাজার ৭ শত ২৩টি অবকাঠামো স্থাপনপূর্বক প্রায় ৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম চালু করতে সমর্থ হই।

জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য, ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। দেশের মানুষ স্বাস্থ্যসেবার মতো অন্যতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর আমরা আবার কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম শুরু করি। সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি সেবার পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ৫ শতাংশের পরিবর্তে বর্তমানে ৮ শতাংশ জমিতে চার কক্ষবিশিষ্ট নতুন নকশার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করে দিচ্ছি। এ পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ৩১৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮১১টি নতুন নকশার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২২ সালে ৭৭১ জন নতুন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) নিয়োগসহ এ পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ২৯৯ জন সিএইচসিপি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক সরকার ও জনগণের সম্মিলিত অংশীদারিত্বমূলক একটি কার্যক্রম। আমরা গত ২০১৮ সালের ৮ অক্টোবর ‘কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন’ পাশ করেছি। এসকল ক্লিনিক থেকে সারাদেশের প্রান্তিক জনপদ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি বিষয়ে প্রাথমিক সেবাসমূহ পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ঔষধ ও স্বাস্থ্য-সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এবার ঔষধ ও স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী বাবদ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ ২৪১ কোটি বৃদ্ধি করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। কর্মরত সকল সিএইচসিপিকে বিনামূল্যে ল্যাপটপ ও মডেম দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ডিজিটালি অনলাইন রিপোর্টিং করা হচ্ছে। সিসি কর্মএলাকায় অবস্থানরত থানার প্রত্যেক সদস্যের ডিজিটালি হেলথ ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১ লাখ গ্রামীণ জনগণকে হেলথ আইডি কার্ড দেয়া হয়েছে। আমাদের সরকারের এই পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যখাতে অর্জিত ব্যাপক সাফল্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। জাতিসংঘ প্রথমবারের মত কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ঐতিহাসিক এ প্রস্তাবটি সরকারি, বেসরকারি অংশিদারিত্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের সরকারের উদ্ভাবনী নেতৃত্বের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এ অভূতপূর্ব স্বীকৃতি ও সম্মানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এমডিজি পুরস্কার, সাউথ-সাউথ পুরস্কার, গ্যাভি পুরস্কার ও ভ্যাক্সিন হিরো পুরস্কারের মতো অনেক সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছি।

কমিউনিটি ক্লিনিক একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। আমি এই প্রতিষ্ঠানটির টেকসই অগ্রযাত্রায় সকলের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, স্মার্ট কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে কমিউনিটি ক্লিনিকের সাফল্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তরোত্তর সম্মান বয়ে আনবে। দেশের স্বাস্থ্যখাতের সকল ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিক অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। ইনশাআল্লাহ, আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশেকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলব।

আমি কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সিরাজ/কলি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৬১

**কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা**, ১২ বৈশাখ **(২৫** এপ্রিল**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৬ এপ্রিল কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দেশব্যাপী উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

চিকিৎসাসেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও প্রগতিশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে সরকার সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার ও সুসংহত করতে ‘কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট্রের আওতায় দেশব্যাপী ১৪ হাজার ২৭৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পুষ্টিসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন, জীবনমান বৃদ্ধি ও সার্বিক জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নেও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম ‘কমিউনিটি ক্লিনিক’ কার্যক্রম আজ জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক ‘দি শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ’ নামে জাতিসংঘে রেজুলেশন আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের জন্য গর্বের এই স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কমিউনিটি ক্লিনিক সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা যথাযথ ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে সরকার, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপসহ সংশিষ্ট সকলকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক দেশব্যাপী স্বাস্থ্য-পরিষেবা কাঠামো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যুগান্তকারী অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি হয় উঠুক-এ প্রত্যাশা করি।

আমি কমিউনিটি ক্লিনিকের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সিরাজ/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ